"মিষ্টি বাচ্চারা - প্রধান হলো স্মরণের যাত্রা, স্মরণেই আয়ু বৃদ্ধি হবে, বিকর্ম বিনাশ হবে, স্মরণে থাকতে যারা সমর্থ, তাদের স্থিতি, কথাবার্তা অত্যন্ত ফার্স্ট ক্লাস হবে"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, দেবতাদের থেকেও বেশি খুশি তোমাদের হওয়া উচিত - কেন?

*উত্তরঃ - কেননা তোমাদের এখন অনেক বড়ো লটারি প্রাপ্ত হয়েছে । ভগবান তোমাদের পড়াচ্ছেন। সত্যযুগে দেবতা, দেবতাদের পড়াবে । এখানে মানুষ, মানুষকে পড়ায় কিন্তু তোমরা আত্মাদের স্বয়ং পরমাত্মা পড়াচ্ছেন । তোমরা এখন স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে উঠছো। তোমাদের মধ্যে সম্পূর্ণ নলেজ আছে, দেবতাদের মধ্যে এই নলেজ নেই ।

*গীতঃ- জাগো সজনীরা জাগো...

ওম্ শান্তি । নতুন যুগে দেবী-দেবতারা বাস করে । তারাও মানুষ কিন্তু তাদের মধ্যে দেবতাদের গুণ থাকে । ওরা হলো বৈষ্ণব, ডবল অহিংসক । এখন মানুষ ডবল হিংসক, মারামারি করে, কাম কাটারিও চালায় । একে বলা হয় মৃত্যুলোক, যেখানে বিকারগ্রস্ত মানুষ থাকে। সত্যযুগকে বলা হয় দেবলোক, যেখানে দেবী-দেবতারা থাকে । ওরা ডবল অহিংসক ছিল, ওদের রাজত্ব ছিল । কল্পের আয়ু লক্ষ বছর হলে কোনও কথা ভাবনাতেই আসত না । আজকাল কল্পের আয়ু কম করে বলছে । কেউ ৭ হাজার বলছে, কেউবা ১০ হাজার বলছে । বাচ্চারা জানে বাবা হলেন অতি উচ্চ থেকেও উচ্চতম ভগবান, আর আমরা ওঁনার বাচ্চারা বাস করি শান্তিধামে । আমরা হলাম পান্ডা, যারা সবাইকে পথ দেখাই । এই যাত্রার বর্ণনা কোথাও নেই, যদিও গীতায় আছে মন্মনাভব, কিন্তু এর অর্থ কি? "নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো" । এটা কারও বুদ্ধিতেই আসে না । যখন বাবা এসে বোঝান তখন কারও কারও বুদ্ধিতে আসে । এই সময় তোমরা মানব থেকে দেবতা হয়ে উঠছো। এখানে মানুষ, দেবতারা সত্যযুগে । বরাবরের মতো তোমরাই আবার মানুষ থেকে দেবতা হচ্ছো । এ হলো তোমাদের ঈশ্বরীয় মিশন। নিরাকার পরমাত্মাকে কোনও মানুষ তো বুঝতে পারবে না । নিরাকার যিনি তাঁর হাত পা কোথা থেকে এসেছে। কৃষ্ণের হাত পা সব কিছুই আছে । ভক্তি মার্গে কত রকমের শাস্ত্র তৈরি করেছে । এখন তোমরা বাচ্চাদের কাছে চিত্র ইত্যাদি অনেক আছে । চিত্র দেখলেই স্মৃতিতে আসে যে, এই চিত্র দ্বারা এটা ব্যাখ্যা করবো । আরও অনেক চিত্র তৈরি হবে । চিত্রের একদম উপরে আত্মাদের দেখাতে হবে। শুধুমাত্র আত্মাই দেখা যাবে, অন্য কিছু নয় । তারপর সূক্ষ্ম লোক, তার নীচে মনুষ্যলোকও তৈরী করবে । মানুষ কিভাবে শেষে এসেও উপরে উঠে আসে এও দেখাবে । দিন দিন নতুন নতুন আবিষ্কার হতে থাকবে । এখন যেমন চিত্র আছে তেমন সার্ভিস করতে হবে । তারপর এমনই সব চিত্র তৈরি হবে যে মানুষ খুব তাড়াতাড়ি বুঝতে পারবে । কল্প বৃক্ষ (ঝাড়) খুব শীঘ্রই বৃদ্ধি পেতে থাকবে । পূরব কল্পে যে যেমন পদ প্রাপ্ত করেছিল, যে ফলাফল বেরিয়েছিল আবারও তাই হবে । এমন নয় যে যারা শেষে আসবে তারা মালায় (রুদ্র যজ্ঞ) স্থান পাবে না । ওরাও পাবে । প্রগাঢ় ভক্তি যারা করে, তারা দিবারাত্র ভক্তি করলে, তখন তাদের সাক্ষাৎকার হয়। এখানেও এমন বের হবে। দিনরাত পরিশ্রম করে পতিত থেকে পবিত্র হবে । সুযোগ সবাই পাবে । এমন নয় যে শেষে কেউ থেকে যাবে । ড্রামা এইভাবেই তৈরি হয়েছে যে, কেউ থাকবে না । চতুর্দিকে প্রচার করতে হবে । শাস্ত্রে উল্লেখ আছে একজন ব্যক্তি বাদ পড়েছিল এবং তারপর সে অভিযোগ করে । এই চিত্র সংবাদপত্র ইত্যাদিতেও ছাপা হবে । তোমাদের কাছেও আমন্ত্রণ আসতে থাকবে । সবাই জানতে পারবে যে বাবা এসেছেন । যখন সম্পূর্ণরূপে নিশ্চয় হবে তখনই দৌড়াবে । তোমাদেরও নাম উজ্জ্বল হবে । নবযুগ সত্যযুগকে বলা হয় । নবযুগ নামে সংবাদপত্রও রয়েছে । ওরা বলে 'নিউ দিল্লি', কিন্তু নিউ দিল্লিতে এই পুরানো কেল্লা, আবর্জনা ইত্যাদি থাকতে পারে না । এখন তো প্রতিটি জিনিস কঙ্কালসার হয়ে গেছে । সত্যযুগে সমস্ত উপাদান অর্ডার (যথাযথ ভাবে) অনুসারে থাকে । এখানে তো ৫ তত্ত্বও তমোপ্রধান হয়ে গেছে । ওখানে সব সতোপ্রধান, তাই প্রতিটি তত্ত্বের থেকে সুখ প্রাপ্ত হয় । দুঃখের চিহ্ন পর্যন্ত নেই । তারই নাম স্বর্গ ।

এসব কথা এখন তোমরা বুঝতে পারছো যে আবারও আগের মতোই আমরা তমোপ্রধান হয়ে গেছি। এখন সতোপ্রধান হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করে লক্ষ্যের পথে উত্তরণ করছি। আর সবাই অন্ধকারে পড়ে আছে, আমরা এখন আলোতে । আমরা উপরে উঠছি আর সবাই নীচে নামছে । এইভাবে বিচার সাগর মন্থন বাচ্চারা, তোমাদের করা উচিত । একজনই শিববাবা যিনি আমাদের শিক্ষা প্রদান করছেন । তিনি মন্থন করেন না । ব্রহ্মাকেও মন্থন করতে হয় । তোমরা সবাই বিচার সাগর মন্থন করে বোঝাও । কারও কারও তো মন্থন একদমই চলে না, পুরানো দুনিয়াই স্মরণে আসে । বাবা বলেন

পুরানো দুনিয়াকে সম্পূর্ণ ভুলে যাও । কিন্তু বাবা জানেন -- নম্বর অনুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী রাজধানী স্থাপন হচ্ছে । বাবা বলেন আমি এসে রাজধানী স্থাপন করে বাকি সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যাই । ওরা তো শুধু নিজ-নিজ ধর্ম স্থাপন করে । ওদের পিছনে অনেক ধর্মাবলম্বীরা আসতে থাকে । ওদের কী মহিমা কি করবে ! মহিমা তো হবে তোমাদের । একমাত্র আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের যারা তাদেরই হীরো-হীরোইন বলা হয় । হীরে তুল্য জন্ম আর কড়িহীন জন্ম তোমাদের জন্যই বলা হয় । তারপর তোমরা একদম উপর থেকে নীচে নেমে যাও । সুতরাং এই সময় তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের দেবতাদের থেকেও বেশি খুশি হওয়া উচিত, কেননা তোমরা লটারি পেয়েছো । তোমাদের এখন ভগবান পড়াচ্ছেন। ওখানে তো দেবতা, দেবতাদের পড়াবে । এখানে মানুষ মানুষকে পড়ায় আর তোমরা আত্মাদের পরমপিতা পরমাত্মা পড়ান । পার্থক্য আছে না !

তোমরা ব্রাহ্মণরা রাম রাজ্য আর রাবণ রাজ্যকেও বুঝেছো। এখন তোমরা যত শ্রীমৎ-এ চলবে ততই উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে পারবে । অজ্ঞানতায় যা করবে তা ভুলই হবে । অল্প বয়সে অপরিণত বুদ্ধি থাকে তারপর বুদ্ধি পরিণত হয় । ১৬-১৭ বছর হলে তবেই বিবাহের কথা ভাবা হয় । আজকাল তো ভীষণ নোংরা দুনিয়া । কোলের ছোট ছোট বাচ্চাদের জন্যও পাকা কথা বলে লেনদেন শুরু করে দেয়। ওখানে (সত্য যুগে) বিবাহও অভিজাত ভাবে হয় । তোমরা সব সাক্ষাৎকার করেছো । যত এগিয়ে যাবে ততই সাক্ষাৎকার হতে থাকবে । ভালো ফার্স্টক্লাস যোগী বাচ্চাদের আয়ু বৃদ্ধি পেতে থাকবে । বাবা বলেন যোগের দ্বারা নিজের আয়ু বৃদ্ধি করো । বাচ্চারা বোঝে যোগে আমরা ঢিলে । স্মরণে থাকার জন্য মাথা ঠোকে, কিন্তু থাকতে পারে না । প্রতি মুহূর্তে ভুলে যায় । বাস্তবে এই স্থিতিতে স্থায়ী হতে চাইলে তাদের চার্ট খুব ভালো হওয়া উচিত । বাইরে তো পার্থিব কাজকর্মের মধ্যে থাকতে হয় । বাবাকে স্মরণ করতে করতে এখানেই তোমাদের সতোপ্রধান হয়ে উঠতে হবে । ভোজন তৈরি, কাজকর্ম ইত্যাদিতে যতটা সম্ভব সময় কম দিয়ে ৮ ঘন্টা আমাকে স্মরণ করলে তবেই শেষে গিয়ে কর্মাতীত অবস্থা হবে । কেউ কেউ বলে আমি ৬ থেকে ৮ ঘন্টা যোগে থাকি কিন্তু বাবা তো বিশ্বাস করবে না। অনেকে লজ্জা বোধ করে, চার্ট লেখে না । আধা ঘন্টাও স্মরণে থাকতে পারে না । মুরলী শোনা এ কোনও স্মরণ করা নয়, এর দ্বারা তো ধন উপার্জন করো । যখন স্মরণে থাকবে শোনা বন্ধ হয়ে যাবে । কিছু বাচ্চারা লেখে স্মরণেই মুরলী শুনি কিন্তু একে তো স্মরণ বলে না । বাবা স্বয়ং বলেছেন আমি মাঝে মাঝেই ভুলে যাই । স্মরণে ভোজন করতে বসে বলি, বাবা, তুমি তো অভোক্তা । এটা কিভাবে বলি যে তুমিও খাও, আমিও খাই । কিছু কিছু বিষয়ে বলবে যে বাবা সাথে আছে । প্রধান হলো স্মরণের যাত্রা। মুরলীর বিষয় সম্পূর্ণ আলাদা । স্মরণেই পবিত্র হওয়া যায়, আয়ু বৃদ্ধি হয়। এমন নয় যে মুরলী শুনছ আর বাবা তোমাদের সাথে সেখানে আছেন । মুরলী শুনলে বিকর্ম বিনাশ হবে না । পরিশ্রম আছে । বাবা জানেন অনেক বাচ্চা আছে একদমই স্মরণ করতে পারে না । স্মরণে থাকতে যারা সমর্থ, তাদের স্থিতি, কথাবার্তা সম্পূর্ণ আলাদা হবে । স্মরণের দ্বারাই সতোপ্রধান হতে পারবে । কিন্তু মায়া এমনই যে একদম বুদ্ধিহীন করে দেয়। অনেকেরই রোগ বৃদ্ধি পেতে থাকে । মোহ যা একসময় ছিলই না তাও বেরিয়ে আসে এবং তার জালে আটকে পড়ে । বড় পরিশ্রমের কাজ । মুরলী শোনা এ আলাদা বিষয়, উপার্জনের কথা এতে । মুরলী শুনলে আয়ু বৃদ্ধি হবে না, পবিত্র হবে না, বিকর্মও বিনাশ হবে না । মুরলী তো অনেকেই শোনে, তারপর আবারও বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে । সত্যিটা প্রকাশ করে না । বাবা বলেন পবিত্র না থাকতে পারলে কেন এখানে আসো? ওরা বলে আমরা অজামিল, এখানে আসলে তবেই তো পবিত্র হতে পারবো । এখানে আসলে কিছু তো পরিবর্তন হবে, নয়তো কোথায় যাব । রাস্তা তো এটাই । এমন-এমনও আসে । কখনও কখনও তীর লেগে যায় । বাবা এখানকার জন্যও বলেন -- এখানে কোনও অপবিত্রের আসা উচিত নয়। এ হলো ইন্দ্র সভা । এখনও এভাবে আসছে। একদিন এমন অর্ডিন্যান্স জারি হবে, যখন সম্পূর্ণ রূপে নিশ্চিত করে তবেই অনুমতি দেওয়া হবে। তখন বুঝবে এ এমনই এক সংস্থা যেখানে অপবিত্ররা প্রবেশ করতে পারবে না। তোমরা বাচ্চারা বুঝেছ এ কার সভা। আমরা ভগবান, ঈশ্বর, সোমনাথ, বাবুলনাথের কাছে বসে আছি। উনিই পবিত্র করে তোলেন । একদম শেষে গিয়ে অনেক আসবে তখন কোনও হাঙ্গামা ইত্যাদি করতে পারবে না। এই ধর্মের যারা হবে তারাই বেরিয়ে আসবে । আর্য সমাজও হিন্দু । শুধু মঠ, পন্থকে আলাদা করে দিয়েছে । দেবতারা হলো সত্যযুগে । এখানে সবাই হিন্দু । বাস্তবে হিন্দু বলে কোনও ধর্ম নেই, এই হিন্দুস্তান তো দেশের নাম ।

বাচ্চারা, তোমাদের উঠতে বসতে, স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে । স্টুডেন্টদের পড়া স্মরণে থাকা উচিত, তাই না ! সম্পূর্ণ চক্র বুদ্ধিতে আছে । দেবতা আর তোমাদের মধ্যে সামান্য পার্থক্য আছে । সম্পূর্ণ স্বদর্শন চক্রধারী হতে পারলে বিষ্ণু কুলের হতে পারবে । তোমরা বুঝেছো যে আমরা এমন তৈরী হচ্ছি। দেবতা হলো ফাইনাল স্টেজ । তোমরা ফাইনাল স্টেজে তখন পৌঁছাবে যখন কর্মাতীত অবস্থা হবে । শিববাবা তোমাদের স্বদর্শন চক্রধারী তৈরি করছেন । ওঁনার মধ্যে নলেজ আছে না ! তিনিই তোমাদের তৈরী করেন আর তোমরা তৈরী হও। ব্রাহ্মণ হয়ে তারপর দেবতা হবে । এখন এই

অলঙ্কার তোমাদের কিভাবে দেব। এখন তোমরা পুরুষার্থী। তারপর তোমরা বিষ্ণু কুলের হবে । সত্য যুগে বৈষ্ণব কুল তাই না ! সুতরাং এমন হতে হবে। তোমাদের তো মিষ্টি হতে হবে । যেমন তেমন শব্দ বলার চেয়ে না বলাই ভালো । একটা দৃষ্টান্ত আছে - দু'জনকে লড়াই করতো দেখে একজন সন্ন্যাসী বললেন মুখে চুষিকাঠি রেখে দাও, কখনও বের করবে না । রেসপন্স না পেলে লড়াইও হবে না। ৫ বিকারকে জয় করা কোনও মাসির বাড়ি যাওয়া নয় । কেউ কেউ নিজের অনুভব ব্যক্ত করে বলে আমার মধ্যে অনেক ক্রোধ ছিল, এখন অনেক কমে গেছে । অনেক মিষ্টি (স্বভাব ও ব্যবহারে) হতে হবে । কাল তোমরা এই দেবতাদের গুণের মহিমা করতে । আজ তোমরা বুঝতে পেরেছো আমরাও তাই হতে চলেছি। নম্বর অনুসারেই হবে । যে সার্ভিস করবে তার নাম নিশ্চয়ই বাবা করবেন । সবাইকে পথ বলে দিতে হবে । আমরাও প্রথমে কিছু জানতাম না, এখন কত নলেজ পেয়েছি । যে ভালো করে ধারণ করতে পারে না তার রিপোর্ট আসে । বাবা এর মধ্যে এখনও কত ক্রোধ । বাবা শুনে বলেন যদি ঈশ্বরীয় (রুহানী) সার্ভিস করতে না পারো তবে স্থূল সার্ভিস করো। বাবার স্মরণে থেকে সার্ভিস করলেও অসীম সৌভাগ্য । একে অপরকে স্মরণ করাও । স্মরণে অনেক শক্তি পাওয়া যায় । যারা স্মরণে সমর্থ, তাদের চার্ট রাখা উচিত । চার্ট দেখলেই জানা যায় । প্রত্যেককেই বাবা সতর্ক করে থাকেন । বিশ্বে সবাই শান্তি কামনা করে। নিশ্চয়ই কখনও শান্তি ছিল । সত্য যুগে অশান্তির কোনও প্রশ্নই আসে না । মিষ্টি বাবা মিষ্টি বাচ্চারা সম্পূর্ণ বিশ্বকে মিষ্টি করে তোলে । এখন মিষ্টি কোথায় । চতুর্দিকে মৃত্যু মিছিল লেগে আছে । এই খেলা অনেকবার হয়েছে আর হতেও থাকবে । এর কোনও শেষ নেই । চক্র ক্রমাগত ঘুরতে থাকবে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) বিকর্ম বিনাশ করার জন্য বা আয়ু বৃদ্ধি করার জন্য স্মরণের যাত্রায় অবশ্যই থাকতে হবে । স্মরণেই পবিত্র হবে সুতরাং কমপক্ষে ৮ ঘন্টা স্মরণের চার্ট তৈরি করতে হবে ।

২) দেবতাদের মতো মিষ্টি হতে হবে । যেমন তেমন শব্দ বলার চেয়ে না বলাই শ্রেয়। ঈশ্বরীয় বা স্থূল সার্ভিস করতে করতে বাবার স্মরণে থাকলে অহো সৌভাগ্য ।

বরদানঃ- সেবাতে রত থেকে কর্মাতীত স্থিতির অনুভবকারী তপস্বী মূর্ত ভব

সময় কম আর সেবা এখন অনেক রয়েছে। সেবাতেই মায়ার আসার মার্জিন থাকে। সেবাতেই স্বভাব, সম্বন্ধের বিস্তার হয়, স্বার্থও সমাহিত থাকে, তাতে এতটুকুও ব্যালেন্স যদি কম হয় তবে মায়া নতুন নতুন রূপ ধারণ করে আসবে। সেইজন্য সেবা আর স্ব স্থিতির ব্যালেন্সের অভ্যাস করো। মালিক হয়ে কর্মেন্দ্রিয় রূপী কর্মচারীদের সেবা নাও, মনের মধ্যে থাকবে কেবল এক বার দ্বিতীয় আর কেউ নয় - এই স্মৃতি ইমার্জ হলে তখন বলা হবে কর্মাতীত স্থিতির অনুভাবী, তপস্বীমূর্ত।

স্লোগানঃ- কারণ রূপী নেগেটিভকে সমাধান রূপী পজিটিভ বানাও।

অব্যক্ত সাইলেন্সের দ্বারা ডবল লাইট ফরিস্তা স্থিতির অনুভব করো -

ফরিস্তা স্থিতির অনুভব করবার জন্য যে কোনো প্রকারের ব্যর্থ আর নেগেটিভ সঙ্কল্প, বোল বা কর্মের থেকে মুক্ত হও। ব্যর্থ বা নেগেটিভ - এই বোঝা-ই সদাকালের জন্য ডীপ সাইলেন্সের অনুভব করতে দেয় না। এখন ব্যর্থ বোঝার থেকে সর্বদা হাল্কা হয়ে ডবল লাইট ফরিস্তা হও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent

1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;